দৈনিক বাংলা

তারিখ 7/11/83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

097

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

খালেদা সালাউদ্দিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৭২-৮০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যদিও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণের স্তর এখনও অত্যন্ত নীচু। (নঃ ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ অন হিউম্যান রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট) এর একটি সাম্প্রতিক জরীপে দেখা গেছে যে প্রাথমিক পর্যায়ে তালিকাভুক্ত শিশুদের মধ্যে ৭০ শতাংশই পঞ্চম শ্রেণীতে পৌঁছবার আগে স্কুল ত্যাগ করে। স্কুল ত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই আবার তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্তও পৌঁছতে পারে না। জরীপে দেখা গেছে স্কুলত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রীরাই অধিক সংখ্যায় স্কুল ত্যাগ করে। গ্রামাঞ্চলে গড়ে প্রতি একশত (৫-১১ বছর বয়ঃসীমায়) বালিকার মধ্যে ৪০ জন তালিকাভুক্ত হয়। এদের মধ্যে মাত্র ৪/৫ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

কিছুকাল আগে এদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০,৪৪৫ এর মধ্যে দেশের ৬৮,০০০ গ্রামের জন্য রয়েছে ৩৭,৬১১টি এবং শহরাঞ্চলে চালু রয়েছে ২,৮৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গড়ে প্রতি দুটি গ্রামের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়াও গড়ে প্রতিটি গ্রামের জন্য রয়েছে ১.২৪টি মসজিদ এবং ০.৯৪টি মকতব। (সূত্র—কাদের, ১৯৭৯)। মসজিদে শিশুদের কোরান পাঠ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। আরবী হরফের সঙ্গে তাদের এখানেই প্রাথমিক পরিচয় ঘটে। স্কুলগুলির বাহ্য অবস্থা অত্যন্ত করুণ। অধিকাংশ স্কুলেরই দরজা-জানালা ভাংগা কিংবা নেই। গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ স্কুলের চাল খড়, শন কিংবা পাতায় ছাওয়া। ছাত্রছাত্রীদের বসবারও কোন সুব্যবস্থা নেই।

প্রতিটি স্কুলে গড়ে ৪.৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন এঁদের মধ্যে ৭২% প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সর্বনিম্ন আবশ্যকীয় যোগ্যতা এসএসসি হোলেও এঁদের মধ্যে ৯% শিক্ষক (শিক্ষিকাসহ) এসএসসি পাস নন। সর্বমোট শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে মাত্র ৯.৬৫% মহিলা। এঁদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাদানরত রয়েছেন ৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪.৫ শতাংশ। (এন এফ আই এইচ আর ডি জরীপ, ১৯৭৯)

পাঠ্যসূচী ঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুরোনো আমলের গতানুগতিক অব্যবহারিক পাঠ্যসূচী এখনো চালু রয়েছে। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিংবা জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা যেমন কৃষিকর্ম, ফলমূল, শাকসবজী ফলানো, পশু পালন, গৃহকর্ম, হাঁস-মুরগী পালন, সূচ শিল্প অথবা রন্ধন পদ্ধতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কোরান পাঠও শিক্ষা দেওয়া হয় না। বর্তমানে চালু অব্যবহারিক পাঠ্যসূচী দরিদ্র পরিবারের বালক বালিকাদের তাৎক্ষণিক কোন উপকারই সাধন করতে পারে না। সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পিতামাতার অনীহার এও একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক ব্যবহারিক শিক্ষা চালু করলে গ্রামাঞ্চলে অনেক অভিভাবকই ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হতেন, জীবনের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী পরিবর্তন না করলে প্রাথমিক পর্যায়ে বালক-বালিকাদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ হবে না এবং স্কুল ত্যাগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং হার ঊর্ধগামীই হতে থাকবে দিন দিন।

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ঃ বালক ও বালিকা—এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাবলীকে আমরা প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ (১) বালক-বালিকাদের স্কুলের গন্ডিতে আনয়নের সমস্যা, (২) তালিকাভুক্তির অর্থাৎ ভর্তির পর তাদের স্কুল ত্যাগ বন্ধ করার সমস্যা। এ সমস্যাবলীর সমাধান করতে হলে প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এবং চিহ্নিতকরণের পর এ প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কয়েকটি গবেষণা রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বহন করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিভাবকদের উপরও শিক্ষার ব্যয়ভার কম নয়। বই, খাতা, শ্লেট-পেন্সিল এবং শিক্ষার অন্যান্য উপকরণের ব্যয়ভার গ্রামীণ (এমনকি শহরাঞ্চলেরও) দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৭০% পরিবার ভূমিহীন, প্রায় ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র চাষী। শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। চরম দারিদ্র ও অভাবের দরুণ গ্রামীণ পরিবারভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার বয়ঃসীমার মোট বালক-বালিকাদের মধ্যে মাত্র ৩৫% স্কুলে যেতে সমর্থ হয়।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা রিপোর্টে দেখা গেছে যে গ্রামা-

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 7/11/83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

(৬-এর কঃ পর)

ঞ্চলের মাত্র ৩০% পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার সামর্থ আছে। গবেষণা রিপোর্টে এ ধরনের পরিবারের বিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল পরিবারের বার্ষিক আয় গ্রামের পরিবারগুলির বার্ষিক গড় আয়ের চেয়ে অনেক বেশী। এ সকল পরিবারের শিক্ষার স্তর (লেভেল) গ্রামাঞ্চলের পরিবারসমূহের সাধারণ স্তরের চেয়ে উঁচু। এ ধরনের পরিবারের আকারও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। গ্রামের প্রায় ৭০% পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে সামর্থ হয় না। এ রিপোর্টে দেখা যায় প্রাথমিক পর্যায়ে পরিমাণমত কিছু ভূমির মালিকানা যা একটি পরিবারকে জীবন ধারনের মোটামুটি নিশ্চয়তা দিতে পারে। এবং বার্ষিক আয়ের পরিমাণ একটি গ্রামীণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। (কাদের—১৯৭৯)

চরম দারিদ্র, কৃষি কর্মে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়ঃসীমায় শিশুদের অংশগ্রহণ, শিক্ষার ব্যয় এবং জীবন বিচ্ছিন্ন অব্যবহারিক পাঠ্যসূচী প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের প্রধান অন্তরায়। গ্রামাঞ্চলের বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বিশেষ সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। বালিকাদের গৃহকর্মে অংশগ্রহণ, বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বিদ্যমান, সামাজিক পরিবেশে মেয়েদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানে অভিভাবকদের অনীহা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত সহশিক্ষা এ সমস্যাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

খসড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের স্বার্থেও উপরোক্ত সমস্যাবলীর প্রতিকার করা প্রয়োজন।

(অসমাপ্ত)